সন্ত্রাস বিরোধী লড়াইয়ের রাজনৈতিক সমাধান খুঁজে বের করতে হবে : গিলানী

অন্যের জন্য পাকিস্তান নিজের স্বার্থ বিলিয়ে দেবে না –নওয়াজ শরীফ

ইনকিলাব ডেস্ক

পাকিস্তানের নতুন প্রধানমন্ত্রী ইউসুফ রাজা গিলানী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জজ ডব্লিউ বুশকে বলেছেন, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রাজনৈতিক সমাধান এবং উন্নয়ন কর্মসূচীসহ একটি ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণের পর মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট বুশ গিলানীকে অভিনন্দন জানিয়ে টেলিফোন করার পর তিনি এই মন্তব্য করেন। গিলানী আগামী ২৯ মার্চ পার্লামেন্টে তার নতুন সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের পরবর্তী একশ' দিনের কর্মসূচী ঘোষণা করার পরিকল্পনা করছেন।

এদিকে সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফ মঙ্গলবার যুক্তরাষ্ট্রের দুই দূতকে বলেছেন, পাকিস্তানের নতুন সরকার প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফের সন্ত্রাস বিরোধী নীতিমালা পুর্নমূল্যায়ন করবে এবং পাকিস্তানের জন্য যা সবচেয়ে ভাল হবে সেই পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। নওয়াজ শরীফ বলেন, পাকিস্তানে এখন একনায়কতন্ত্রের অবসান ঘটেছে।

তিনি নিগ্রোপন্টিকে বলেন, উগ্রবাদ দমনে একটি পার্লামেন্টারী কমিটি মোশাররফের নীতিমালা খতিয়ে দেখবে। নতুন সরকার চরমপন্থা দমন করতে আগ্রহী তবে দেশটিকে কসাইখানা বানাতে চায় না। নতুন সরকারের জোট শরীক নওয়াজ শরীফ আরো বলেন, মার্কিন স্বার্থের চাইতে পাকিস্তানের জনগনের নিরপত্তার বিষয়টি প্রাধান্য দেয়া হবে। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে বলেন, অন্যের স্বার্থের কারণে পাকিস্তান তার স্বার্থ বিলিয়ে দেবে না। খবর এএফপি, রয়টার্স এবং ব্লুমবার্গ ডট কম।

প্রধানমন্ত্রীর অফিসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গিলানী প্রেসিডেন্ট বুশকে বলেছেন, পাকিস্তান তার জাতীয় স্বার্থে সব ধরনের সন্ত্রাস সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই অব্যাহত রাখবে। একই সঙ্গে তিনি বলেন, সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে উন্নয়ন কর্মসূচীসহ বিশেষ করে রাজনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। গিলানী বলেন, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ। গতকাল (বুধবার) কোন এক সময়ে গিলানীর সঙ্গে মার্কিন উপসহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী জন নিগ্রোপন্টি এবং মার্কিন সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী রিচার্ড বাউচারের দেখা করার কথা রয়েছে। এর আগে তারা প্রেসিডেন্ট পারভেজ মোশাররফ এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গেও দেখা করেন।

বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন, পাকিস্তানের নতুন প্রশাসনের সঙ্গে সুষ্ঠু স্বাভাবিক সম্পর্ক গড়ে তোলার লক্ষ্যে মার্কিন এই দুই দূতের সফর অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ২০০১ সালের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র আল কায়েদা এবং তালেবান উগ্রবাদীদের দমনে পাকিস্তানের প্রধান সহযোগী হিসেবে কাজ করছে। মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগের একজন মুখপাত্র বলেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক এবং অর্থনেতিক সংস্কার প্রক্রিয়া জোরদার করতে নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করার উদ্যোগ এগিয়ে নেয়ার জন্য নিগ্রোপন্টি এবং বাউচারের এই সফর।

পাকিস্তানে সুপ্রীম কোর্টের সাবেক প্রধান বিচারপতি ইখতেখার মোহাম্মদ চৌধুরী আইনজীবীদের সঙ্গে দেখা করার জন্য দেশব্যাপী সফরের পরিকল্পনা করছেন। তার নেতৃত্বে পাকিস্তানের আইনজীবীরা মোশাররফ বিরোধী আন্দোলন সংগ্রামে অংশ নেন। তবে তিনি তার পুনর্বহালের জন্য চাপ সৃষ্টি করে কোন প্রকার প্রতিবাদ সমাবেশ করবেন না বলে আইনজীবীরা জানিয়েছেন। নতুন প্রধানমন্ত্রী গিলানীর নির্দেশে প্রায় ৫ মাস গৃহবন্দী থাকার পর সোমবার ইখতেখার চৌধুরী এবং তার সহকর্মীদের মুক্তি দেয়া হয়।